2nd Sem CC-4 UNIT-2

1) ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী অংশের গুরুত্ব লেখ।

উঃ তিন খণ্ডে বিন্যস্ত অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র কাহিনী বয়নের ক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত রীতিকে অনুসরণ করেনি, কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা ভঙ্গ করে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন। মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী শাপভ্রষ্ট দেবশিশু মর্ত্যে এসে পূজা প্রচারের কাছে ব্যাপৃত হন। ভারতচন্দ্র সেই ধারা অনুসরণ করলেও পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে দুটি ব্যক্তিকে গ্রহণ করেছেন। একজন হরিহোড় এবং অন্যজন ভবানন্দ মজুমদার। দুই ব্যক্তিকে গ্রহণ করার কারণ হল একদিকে পূজা প্রচারের জন্য অন্নহীন দরিদ্র হরিহোড়কে আশ্রয় করা অন্যদিকে আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বসূরী ভবানন্দের মহিমা জ্ঞাপন তথা অন্নদার দয়া দান। কাহিনীবয়নে এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ভারতচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুট করে।

ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় উপলব্ধি করেছিলেন সমাজের অর্থনৈতিক স্বরূপে কত অসাম্য একদিকে নাগরিক জীবনে বিলাস ব্যঞ্জন অন্যদিকে সেই জীবনেরই অবতলে নিদারুণ দারিদ্র ~~জীবনের বিলাস ব্য~~ ও জনিত দীর্ঘশ্বাস। সামাজিক এই বৈপরীত্যের সাক্ষী তিনি নিজেই হরিহোড়ের অতিরিক্ত ভোগাসক্ত হওয়ার কারণে অন্নদা যেহেতু চঞ্চলা তাই তাকে ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার পরিকল্পনা করেন এবং সেই কারণেই ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনীর পরিকল্পনা।

একদিনের নিঃস্ব হরিহোড় বিত্তশালী হয়ে ভোগাসক্ত হয়ে পড়ে। তিনটি বিবাহ করার পর বৃদ্ধ বয়সে সে আবার এক তরুণীকে বিবাহ করে। এরপর চারসতীনের মধ্যে বারবার ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। যে কারণে অন্নদার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় —

"কোন্দলে কোন্দলে ক্রোধ হইল অন্নদার,
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥"
সেখানে দেবীর দয়া পিরীত যেখানে,
সেখানে কোন্দল দেবী না রন সেখানে॥"

Scanned with CamScanner

আর এখানেই ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী সংযোজিত হয়েছে, কারণ দেবী যেহেতু ~~কি~~ হরিহোড়ের ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন তাই সে কারণে প্রয়োজন অন্য একজন ব্যক্তির। সেই ব্যক্তি ভবানন্দ মজুমদার।

তাছাড়া ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ি যেতে হলে নদী পেরোতে হবে সেজন্য প্রয়োজন মাঝির। সেই সুযোগ কবি ঈশ্বরী পাটনীর মত চরিত্র অঙ্কন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। দেবী ভবানন্দের বাড়ি যাওয়ার জন্য মনস্থ যদি না করতেন তাহলে অমর সৃষ্টি ঈশ্বরী পাটনীর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হত পাঠকেরা। সুতরাং অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী সন্নিবেশ করার যুক্তিযুক্ততা হল —

i) অষ্টাদশ শতকের যুগজীবনের স্বরূপকে কাহিনীটির মাধ্যমে পরিবেশন। অর্থাৎ একদিকে বিলাস ব্যসন ও অন্যদিকে দারিদ্র্য যে সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ তা প্রকাশ করা। সেজন্য হরিহোড় বিত্তশালী হয়ে অত্যধিক ভোগাসক্তির কারণে বিনাশ হচ্ছে।

ii) অন্নদা যে চঞ্চলা, তিনি যে দারিদ্র্যকে ঘৃণা করেন আবার বিত্তশালীর অতিরিক্ত ভোগাসক্তিকে ক্ষমা না করে অন্যত্র চলে যেতে দ্বিধা করেন না।

iii) এই কাহিনীর মাধ্যমে অন্নদার নদী পেরোনোর জন্য মাঝির প্রয়োজন হওয়ায় ঈশ্বরী পাটনীর মত চরিত্রের সৃষ্টি তথা অন্নদা যে চিরকাল অন্নহীনকে অন্নদান বা কৃপাদান করেন সেই মাহাত্ম্য প্রচার করা।